মাসিক
কমপিউটার জগৎ
জুন ১৯৯১

সম্পাদকের দফতর থেকে

আমরা অভিভূত। শত শত কমপিউটারপ্রেমী পাঠক আমাদের প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে দেশের তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবে অংশ গ্রহণের জন্যে যে উৎসাহ ও অনুভূতি প্রকাশ করে আমাদের কাছে চিঠি লিখেছেন তা অভাবিত। এদেশের সাধারণ মানুষও তথ্য প্রযুক্তিতে যে এত উৎসাহী তা দেখে আমরা আনন্দিত। প্রিয় পাঠকদের চিঠিগুলো আমাদের দিক দর্শন হিসেবে কাজ করবে।

জনগণের দাবীর মধ্যে একটা জিনিষই মুখ্যভাবে এসেছে দেশে ব্যাপক কমপিউটারায়নের দাবী। এর জন্য তারা সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ সমূহকে স্থবিরতা কাটিয়ে অবিলম্বে তড়িৎ কর্মসূচী নেবার দাবী তুলেছেন। কোন রকম আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় যেন এর গতি শ্লথ না থাকে সে সম্বন্ধে সবাই সোচ্চার। মন্ত্রী পরিষদে সিদ্ধান্ত নেবার পরও কেন গত দুই বছরেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কমপিউটার শিক্ষা চালু করা হলো না, কেন বিশ্ববাজারে বিরাট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সফটওয়্যার রফতানীর কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না, কেন অন্তত সহজ প্রযুক্তি যন্ত্রাংশের উৎপাদনও এখানে হচ্ছে না, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের একটা সমন্বয় দরকার বলে আমরা মনে করি। কমপিউটারায়নের প্রক্রিয়াটি বিতর্কের বেড়াজালে বা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে যেন আটকে না থাকে। দেশে কমপিউটারায়নে আর একটি প্রধান বাঁধার আশংকা করছেন সবাই। সেটা হল এর উপর বর্ধিত হারে কর আরোপ। এমনিতেই দেশে কমপিউটারায়ন অত্যন্ত শ্লথ। তারপর এর উপর যদি কর বৃদ্ধি করা হয়, তবে সাধারণ লোকের শিক্ষমূলক এই মাধ্যমটি তাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যাবে। আর তথ্য প্রযুক্তির সুফল থেকে জাতি ও দেশ বঞ্চিত হবে। এ অপূরণীয় ক্ষতি মেনে নেয়া কি আমাদের মত অনুন্নত গরীব দেশের পক্ষে সম্ভব? যেখানে অন্যান্য দেশে কর মুক্ত করে কমপিউটারায়নেকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সূর্যের আলোর মত প্রযুক্তির সুফল পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতি ভোগ করতে পারে। তাই তথ্য প্রযুক্তির সুফলতা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন লাভ করতে পারে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

কমপিউটার জগৎ প্রথম সংখ্যা যখন ছাপখানায়, প্রকাশের পথে ঠিক তখনই আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে বয়ে গেল স্মরণকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়। তবে এখানে একটি কথা অনস্বীকার্য, দেশে ব্যাপকভাবে কমপিউটার প্রচলন ও ব্যবহারে এরকম প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ ভবিষ্যতে হয়তো ঠেকানো যাবে না, তবে সূক্ষ্ম সতর্কীকরণ দুর্যোগের ব্যাপকতা সম্বন্ধে আগাম সংকেত প্রদানের মাধ্যমে প্রাণহানীর সংখ্যা নূন্যতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে উপযুক্ত কমপিউটারের ব্যবহার অপরিহার্য। সেই সাথে সম্ভব ত্রাণ কার্যের সুষ্ঠু বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা। ঘুর্ণিঝড়ে নিহত অগনিত মা-বোনদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় উৎসর্গকৃত আমাদের এবারের দ্বিতীয় সংখ্যা। দূর্গত ও স্বজন হারানোর প্রতি রইলো সমবেদনা।

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ

লাল কোট টাই পরিহিত আমলা শ্রেণী কমপিউটারায়নে বাধা দিচ্ছে বিদ্যুত সংযোগ কেটে। সবুজ সাফারী গগলস পরিহিত ব্যবসায়ী আছে কমপিউটার বেচে শুধু টাকা কামানোর ধান্ধায়। পেছনে কমপিউটারায়ন বানচাল করে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে কর বাড়িয়ে। কমপিউটারায়নের বর্তমান পরিস্থিতিতে নীচে চাপা পড়েছে কমপিউটার বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষানবীশরা।

উপদেষ্টা
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
ডঃ আতিক রহমান

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস, এ, বি, এম, রফরুজ্জোহা

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

শিল্প নির্দেশনা
আহসান হাবীব

সম্পাদনা সহযোগী
• শা. সা. • এম. আর সিদ্দিকী
• এস. মঞ্জুর • আসারার মাসুদ
• আর. চৌধুরী • মোস্তফা আনোয়ার
• এস. এস. হক • একে এম ইসলাম
• এস. এ. সহিদ • এম এইচ টিপুল
• এ. এম. মণ্ডল • এরশাদুল হক রোমেল
• এম. আহমেদ • হামিদুল হক বাদল
• এ. মল্লিক রাজ • আবুল হাশেম
• এম. করিম • ডঃ এস. সাইদ সাত্তার
• এস. এ. করিম • মাহবুবুল হক
• মইনউদ্দীন স্বপন • টিপু খন্দকার

বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল - আমেরিকা
ডঃ এস. মাহমুদ-বৃটেন
হাফিজুর রশিদ - জাপান
এস. বানার্জী - ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক - ভারত

কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটার লাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫,
ফোন ঃ ৫০৬৪৮৫

মুদ্রণে ঃ
ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০ - ৫১, বেগম বাজার, ঢাকা।
প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা। ১২০৫ ফোন ঃ ৫০৬৪৮৫,
টেলেক্স ঃ 632477 DCI. BJ

দাম প্রতি সংখ্যা দশ টাকা
বার্ষিক সডাক একশত টাকা
ষান্মাসিক সডাক ষাট টাকা